B.A 4th Semester (Honours)

Paper – CC8

Section – A

Epigraphy

□ খরোষ্ঠী লিপির উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা কর।

খরোষ্ঠী লিপি উনিশ শতকের তৃতীয় দশক অবধি অজ্ঞাত ছিল। পরে ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে এই সময় ইন্দো-গ্রীক ও ইন্দো-শক রাজাদের কিছু দ্বৈভাষিক মুদ্রা, কিছু গ্রীক Legends সহ আবিষ্কৃত হয়েছিল General Chevalier Ventura, Charles Masson প্রমুখের দ্বারা, এই মুদ্রাগুলির Legends একদিক দিকে খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা ছিল এবং তখন থেকেই অজানা এই লিপিটির পাঠোদ্ধারে পন্ডিতেরা সচেষ্ট হন, এই লিপির পাঠোদ্ধারের কৃতিত্ব সম্পূর্ণতঃ ইউরোপীয় পন্ডিতদের। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন Masson, James Prinsep, Lassen, E.Norris, Cunningham প্রভৃতি।

1828 খ্রিষ্টাব্দে Colonel Tod বহুসংখ্যক গ্রীক, শক, কুষাণ দ্বৈভাষিক মুদ্রা সংগ্রহ করেন। এগুলির একদিকে গ্রীক লেখ ও লিপি ও অপরদিকে খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা ছিল, কিন্তু Tod তা পাঠ না করতে পেরে সেটিকে সাসানীয় লেখা বলেন, কারন এগুলি সম্ভবত সাসানীয় রাজাদের মুদ্রা ছিল। এরপর 1830 খ্রিষ্টাব্দে General Ventune মানিকিয়ালা স্তূপ থেকে খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ণ অভিলেখ ও অনেক মুদ্রা সংগ্রহ করেন। 1833 খ্রিষ্টাব্দে Appolodotos-এর মুদ্রার একদিকে উৎকীর্ণ লিপিকে 'পহ্লবী' বা 'ব্যাকট্রিয়ান' বলে অভিহিত করেন। এরপর Masson ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে অবস্থিত কিছু মুদ্রার একদিকে গ্রীক Legend ও অপরদিকে খরোষ্ঠী Legend কে একেবারে হুবহু তুলনা করে দেখান। খরোষ্ঠী লিপি আবিষ্কারের এটি একটি বড়ধাপ, কারন গ্রীক ভাষায় ও অক্ষরে লিখিত অক্ষরগুলির সঙ্গে মিলিয়ে প্রাকৃত ভাষায় লেখা লিপির অক্ষরগুলিকে চেনা গিয়েছিল ও সেগুলি খরোষ্ঠী-লিপির অক্ষর বলে সনাক্ত করা সহজ হয়ে গিয়েছিল।

Scanned by CamScanner

প্রিন্সেপের সমকালীন Grotefend নামক পন্ডিত ও খরোষ্ঠী লিপি পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এদের উভয়ের ক্ষেত্রেই খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ণ মুদ্রার ভাষাকে তাঁরা ইরানীয় বা অন্য বৈদেশিক ভাষা ধরে পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন বলেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। এরপর অনেক গবেষনার পর তারা বুঝতে পারেন যে, খরোষ্ঠী লিপির ভাষা কোনো ভারতীয় ভাষা ও সম্ভবত তা প্রাকৃত।

প্রিন্সেপ, এরপর Masson এর গবেষনার ধারা অনুসরন করে খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা বারোজন গ্রীকরাজার নাম ও তাঁদের ছটি উপাধি পাঠ করতে সক্ষম হন। তিনি লিপিটির লেখার অভিমুখ নির্ধারন করেন ডান থেকে বাম দিকে। প্রিন্সেপ এবার নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত করেন যে খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা মুদ্রার ভাষা যে সেমেটিক উৎস থেকে জাত পহ্লবী বলে নির্ধারন করেছিলেন তা ভুল এবং ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে একটি গবেষনাপত্রে তিনি সিদ্ধান্ত করেন খরোষ্ঠী লিপিতে লেখাগুলির ভাষা পালি। ভাষার প্রকৃতি নির্ধারনের পরই তাঁর পাঠোদ্ধারের কাজ আরও সহজ হয়ে যায়। তিনি ১৭টি খরোষ্ঠী অক্ষর পড়ে ফেলেন। এরপর বাকি অক্ষরগুলি Cunnigham-এর প্রচেষ্টায় পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়। এইভাবে খরোষ্ঠী লিপিতে খোদাই করা মুদ্রাসমূহের সম্পূর্ন পাঠোদ্ধার করা হয়।

মুদ্রাগুলির খরোষ্ঠী অক্ষর পাঠোদ্ধার করা হলে সেগুলির সহায়তায় মুদ্রার Legend, অশোকের শাহবাজগারি ও মানসেরা অভিলেখের পাঠোদ্ধার করা হয়। ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে রচিত দ্বৈভাষিক কানিহিয়ারা অভিলেখের পাঠোদ্ধার করা হয়। শক অভিলেখসমূহ, খোটান থেকে প্রাপ্ত ধম্মপদের পুঁথি ও সহজেই পাঠ করা যায়, কিছু জটিল অক্ষরের রূপ, কিছু স্বরসংযোগ, কিছু ক্ষুদ্রান অভিলে - ইত্যাদির পাঠোদ্ধার এখন সম্পূর্ন নিশ্চিতভাবে সম্ভব হয়নি। ব্রাহ্মীলিপির মতই খরোষ্ঠী লিপির সুসংবদ্ধ ও তুলনামূলক সারণী প্রস্তুত করার কৃতিত্ব Bühler-এর।

Sukumar Khonda.

Scanned by CamScanner